ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শাহরুখের ভুলে সামনে এল 'কিং' ছবির চিত্রনাট্য!

পৃঃ ৫

ছাদনা তলায় বসে শৈশবের প্রেমে মত্ত এমবাপ্পে

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৫০ ● কলকাতা ● ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০৩ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভারতে খুব একটা বেশি

আসন জিততে পারবে না বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট শেষ হতেই সব সংবাদ মাধ্যমে হুড়মুড়িয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল এক্সিট পোল বা ভোট পরবর্তী সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করা। একেবারে উত্তর থেকে দক্ষিণ। পূর্ব থেকে পশ্চিম কোন ভাগে কার জয় হবে তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়ে গিয়েছে।এক্সিট পোলে দাবি করা হয়েছে কেরলে খাতা খুলবে বিজেপি। তামিলনাড়ুতেও আসন পাবে। কর্নাটকে সিংহভাগ আসনই বিজেপির দখলে যাবে। আবার তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশেও অনেকটাই ভোট পাবে বিজেপি। এই নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। পূর্বভারতেও একাধিক রাজ্য বিজেপির আসন সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি গতবারের চেয়ে অনেক বেশি আসন পাবে বলে এক্সিট পোলে দাবি করা

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা ভোট পর্বে

নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে তৃণমূলের 'সেটিং' নিয়ে ফিসফাস, চর্চা, আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন মহলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে তৃণমূলের সঙ্গে মাটি কামড়ে লড়াই করলেন আইএসএফ কর্মীরা। ভাঙর থেকে দেগঙ্গা - একই ছবি ধরা পড়ল ভোট সপ্তমীতে। আক্রান্ত হলেন আইএসএফ কর্মীরা। গাড়ি ভাঙল দলীয় প্রার্থীর। কিন্তু দলের প্রধান? দলের মুখ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী কোথায়? শনিবার সারাদিনে একবারও আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের পাশে প্রকাশ্যে দাঁড়াতে দেখা গেল না নওশাদকে। নওশাদের এই 'সেটিং' তত্ত্ব যখন ঘোরাঘুরি করছে বিভিন্ন মহলে, তখন তাঁর 'মন্ত্রী পদ' পাওয়া নিয়েও কানাঘুষো শুরু হয়েছে। যদিও সেই তত্ত্বও উড়িয়ে দিয়েছেন নওশাদ। তাঁর বক্তব্য, "আমি তো বেশ ক'টা দিন অত্যাচার, জেল, ভোট পরবর্তী হিংসা পার করে আসলাম। এখন তো যথেষ্ট ভাল জায়গায় আছি। সেই সময় আমার কাছে একাধিক এই ধরনের অফার ছিল। সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেছি। আর দুই-আড়াই বছর বাকি। বাংলার মানুষের সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারব না।" সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ

এরপর ৩ পাতায়

হনুমন্দির পুজো দিয়ে তিহাড় জেলের ২ নম্বর সেলে ফিরলেন

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল, কনট প্লেসের হনুমন্দির পুজো দিয়ে তিহাড় জেলের ২ নম্বর সেলে ফিরলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল । ভোটের মাঝে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অন্তর্বর্তী জামিন পান তিনি। জেলমুক্ত হয়ে দলের হয়ে ভোটের প্রচার চালান তিনি।গত ২১ মার্চ আবগারি মামলায় দুর্নীতির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল ইডি। সপ্তাহদুয়েক পরে তাঁকে পাঠানো হয় তিহাড় জেলে। ইডির গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ জানায়, গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদনের শুনানির জন্য সময় লাগতে পারে। তাই আদালত তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করবে। এর পরই সুপ্রিম নির্দেশে ২১ দিনের জামিন পান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। মাথায় এক্সিট পোলের উদ্বেগজনক সমীক্ষার ভার নিয়েই রবিবার জেলে ফিরলেন তিনি।অসুস্থতার কথা জানিয়ে অতিরিক্ত ৭ দিন জামিনের আবেদন করেন। যদিও তা গ্রাহ্য হয়নি শীর্ষ আদালত এবং নিম্ন আদালতেও। এর ফলেই ২ জুন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন আপ সুপ্রিমো।

জেলমুখো হওয়ার আগে আপ নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে চোখে জল আনা বার্তা দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "আমি সুপ্রিম কোর্টের কাছে কৃতজ্ঞ। আজ তিহাড়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করব। বিকেল তিনটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরবো। প্রথমে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। সেখান

এরপর ৩ পাতায়

নিজস্ব 'এক্সিট পোল'

প্রকাশ করলেন তৃণমূলের তরুণ প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচন শেষের পর থেকেই বিভিন্ন সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। আর তাতে ফের দেশে মোদী ঝড়ের পূর্বাভাস। এক্সিট পোল অনুযায়ী, এবারও অধিকাংশ আসন যাচ্ছে এনডিএ-র দখলে। বাংলাতেও বিজেপির জমি আরও শক্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ এক্সিট পোলের হিসেবনিকেশ বলছে, ২০১৯ এর তুলনায় এবার বাংলায় বেশি আসন পাবে গেরুয়া শিবির।

এদিকে, তৃণমূলের তরফেও সোশাল মিডিয়ায় এক্সিট পোলের বিরোধিতা করা হয়েছে। তার সপক্ষে অবশ্য তাদের যুক্তি, ২০১৬, ২০১৯ এবং ২০২১-এর ভোটে ভুল প্রমাণিত হয়েছে এই বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল।

এরপর ৩ পাতায়

নববারাকপুরে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বাহিনী পুলিশ

প্রশাসনের উপর সন্তুষ্ট শাসক এবং বিরোধীরা

নববারাকপুর : নিউজ সারাদিন : শনিবার শেষ হল পশ্চিমবঙ্গের সপ্তম এবং শেষ দফার নির্বাচন।১১০ দমদম উত্তর বিধানসভার ১৬ দমদম লোকসভার কেনেদ্রর নববারাকপুরে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট সুসম্পন্ন হয়েছে।কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নববারাকপুর থানার পুলিশের কাজে শাসক এবং বিরোধী দলের নেতারা সন্তুষ্ট।ভোটের আগের দিন থেকে পরের দিন ভোট শেষে ব্যালট বাক্স ডিসিআরসি কেন্দ্রে পৌছানো পর্যন্ত পর্যাপ্ত পুলিশের তদারকি টহলদারি নজরদারি ছিল বেশ ভালো। নববারাকপুরে ৬৭ টি বুথে মোট ভোটার প্রায় ৬২ হাজার ৭৫৪ জন।খড়দহ এবং নববারাকপুরে দুটো জোন মিলিয়ে সিআরপিএফ কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল ৭ কোম্পানি। সেক্টর ৭।বিশেষ কুইক রেসপন্স টিম ৯ টি এনআইটি ৪টি সহ আরো বিশেষ এসএসটি টিম।সিপিএমের নববারাকপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুনীত ঘোষ বলেন নববারাকপুর ৬৭ টি বুথে তাদের পুলিং এজেন্ট ছিল। দু চারটে জায়গায় এজেন্ট দের একটু অসুবিধা ছিল। বাদবাকি সমগ্র নববারাকপুরে শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। ভোটের আগের রাত থেকে যথেষ্ট নজরদারি টহলদারি ছিল। ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই নববারাকপুরে পুলিশ প্রশাসন কে।কিছু জায়গায় ছাপ্পা ভোটের চেষ্টা করেছিল শাসক দল। তারা ব্যর্থ হয়েছে। নববারাকপুরে সুষ্ঠু ভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে শেষ দফা লোকসভা নির্বাচন। বিজেপি দমদম উত্তর ১ মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি তাপস তালুকদার জানান গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এবছর পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য নববারাকপুরে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট হয়েছে। কিছু জায়গায় ভোটে বাধা দান এর চেষ্টা আটকে দেয় পুলিশ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে থাকায় যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গুলিতে। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন নববারাকপুরে উৎসবের আমেজে ভোট হয়েছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন।বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট পুর প্রতিনিধি সহ ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি রা দায়িত্ব সহকারে কাজ করেছেন।পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট দায়িত্ব সহকারে নির্বাচনে সামলেছেন।কোন অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় নি। শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিটি বুথে মানুষ ভোট দিতে পেরেছেন। গত লোকসভা থেকে এবছর সৌগত রায়ের মার্জিন বেশ ভালো হবে জানান পুরপ্রধান।সৌগত রায় বেশ ভালো ভোটের ব্যবধানে চতুর্থ বারের জন্য জয়ী হবেন।ব্যারাকপুর ২ ব্লকের খড়দহ বিধানসভার বিলকান্দা ১ এবং বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে ও প্রায় ৪০ টি বুথ ছিল। ব্যারাকপুর ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন নববারাকপুর থানার পুলিশ সর্বত্র শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করেছেন দমদম লোকসভা কেনেদ্র নববারাকপুর এবং বিলকান্দা লেনিনগড়ে ভোট কেন্দ্রে। ছিল পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সহ থানার পুলিশ কনস্টেবল। নববারাকপুর পুরসভা এবং বিলকান্দা দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্বত্র প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে।

চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধার করে

ফিরিয়ে দিল বাগনান থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,বাগনান: নিউজ সারাদিন : শুক্রবার রাতে বাগনানের নামী একটি মোবাইলের দোকান থেকে চুরি যাওয়া ১৮টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করে দোকানের মালিক-কে তুলে দেন বাগনান থানার পুলিশ।এদিন মোবাইল দোকানের মালিকের হাতে মোবাইল ফোনগুলো তুলে দেন বাগনান থানার আইসি অভিজিত দাস।সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক(এসডিপিও) নিরুপম ঘোষ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,চলতি বছরের এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখের রাতে বাগনান থানা এলাকার নামী একটি মোবাইলের দোকান থেকে ২৫টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন চুরির ঘটনা ঘটে। চুরির ঘটনায় মোবাইল দোকানের মালিক বাগনান থানায় লিখিত অভিযোগ ও এফআইআর দায়ের করেন।এফআইআর-এর পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নামেন বাগনান থানার পুলিশ।তদন্ত চলাকালীন,উলুবেড়িয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং বাগনান থানার আইসি-এর নির্দেশনায় ওই থানার মামলার আইও এবং হাওড়া গ্রামীণ জেলার এসওজি দল ছত্তিশগড় ও উড়িষ্যা রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকার অধীনে অভিযান পরিচালনা করেন, এবং ১৮টি চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।এছাড়াও মোবাইল ফোন চুরি করার মূল অপরাধী ইয়াদ রাম প্যাটেল নামে ছত্তিশগড় রাজ্যের মহাসুমুন্ড জেলার বছর তিরিশের ওই যুবক-কে গ্রেফতার করা হয়।অভিযুক্ত-কে উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৯ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, অভিযুক্ত ওই যুবক পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে সে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা সহ ছত্তিশগড় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোবাইল ফোন চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিল। অভিযুক্তর কাছ থেকে চুরি করা বাকি ফোন উদ্ধার করতে এবং পাশাপাশি মোবাইল ফোন চুরির সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছেন কিনা অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন বাগনান থানার পুলিশ আধিকারিক।

বিজেপি নেতার দরজায় কাফন,

এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

জয়দীপ যাদব, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : সপ্তম তথা শেষ দফার লোকসভা নির্বাচনেও হয়েছে। কিন্তু বাংলায় বিজেপি কর্মী, সমর্থক ও নেতাদের মধ্যে কেমন আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এ ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়। ভোটের আগে বিজেপি নেতা সোমনাথ দাসের বাড়িতে কাফন পাঠানো হয়েছে যাতে তিনি কোনও ভাবেই বিজেপির হয়ে সক্রিয় না হন। পুলিশ ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দক্ষিণ কলকাতা লোকসভার তিলজলা থানা এলাকার দিলীপ মঠের ৩/১৯ সাপ গাছি সেকেন্ড লেন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিজেপি তফসিলি জাতি মোর্চা দক্ষিণ কলকাতার সহ-সভাপতি সোমনাথ দাস বলেছেন যে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে একটি সাদা শাড়ি, ব্লাউজ এবং পেটিকোট সহ একটি কাফন রাখা হয়েছিল যাতে আমরা সন্ত্রাসে থাকি। উল্লিখিত জিনিসটি পুলিশ নিয়ে গেছে এবং পুলিশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে যারা এই কাজটি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিজেপি বলেছে যে শাসক সরকারের সমর্থকদের দ্বারা সন্ত্রাসের রাজত্বের চিত্র স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান তবে তারা ৪ তারিখে উত্তর পাবে।

কাউন্টিং-এর দিন গণণাকেন্দ্রে গেলে

খুনের হুমকি বিজেপি নেতাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: নিউজ সারাদিন : ২৪-শের লোকসভার নির্বাচনী কাউন্টিং আর মাত্র এক দিনের অপেক্ষা,তার পরেই ২০২৪-শে দিল্লির মসনদে কোন রাজনৈতিক দল বসতে চলেছে।এবং পশ্চিমবঙ্গে কোন দল কত আসন পেতে চলেছে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।কিন্তু তার আগে ভোট পরবর্তী হিংসা এবং কাউন্টিং এজেন্ট-কে খুনের হুমকি দেওয়ার ঘটনা সামনে আসছে।রবিবার সাত সকালে লিলুয়া থানার অন্তর্গত জগদীশপুর এলাকায় রাস্তার ধারে বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টকে খুনের হুমকি দিয়ে পোস্টার ছড়ানোর ঘটনায় হইচই বেঁধে যায়। যদিও বা কারা এই লেখা পোস্টার ছড়িয়েছে, তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।জানা গেছে, পোস্টারে বিজেপির শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর গোবিন্দ হাজরাকে কাউন্টিং সেন্টারে গেলে গুলি করে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে! পোস্টারটি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজরার অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই তাঁকে ভয় দেখানোর জন্য এই ধরনের পোস্টার লিখে ছড়িয়েছে। তবে তিনি ভয় যে পাচ্ছেন না, সে কথাও স্পষ্ট করে দেন গোবিন্দ।তিনি আরও জানান,এবারের লোকসভার নির্বাচনে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শ্রীরামপুরেও বিজেপি ভাল ফল করবে।এমনকি গণনার দিনে তিনি কাউন্টিং সেন্টারেও যাবেন, জানিয়ে দিয়েছেন গোবিন্দ। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সমস্ত ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।ওই লোকসভা কেনেদ্রর ডোমজুড় বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তাপস মাইতি জানান, তৃণমূল কংগ্রেস কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে না। মানবতার জন্য লড়াই করছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং উন্নয়নের পক্ষে তাঁদের এই লড়াই। তিনি বলেন,পুলিশ প্রশাসন গোটা ঘটনার তদন্ত করলেই সত্যি বেরিয়ে আসবে। তৃণমূল কংগ্রেস কখনও এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়!ঘটনার পরেই বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজরা জগদীশপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন সকালে তাঁর বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রুট মার্চ করতে দেখা যায়।

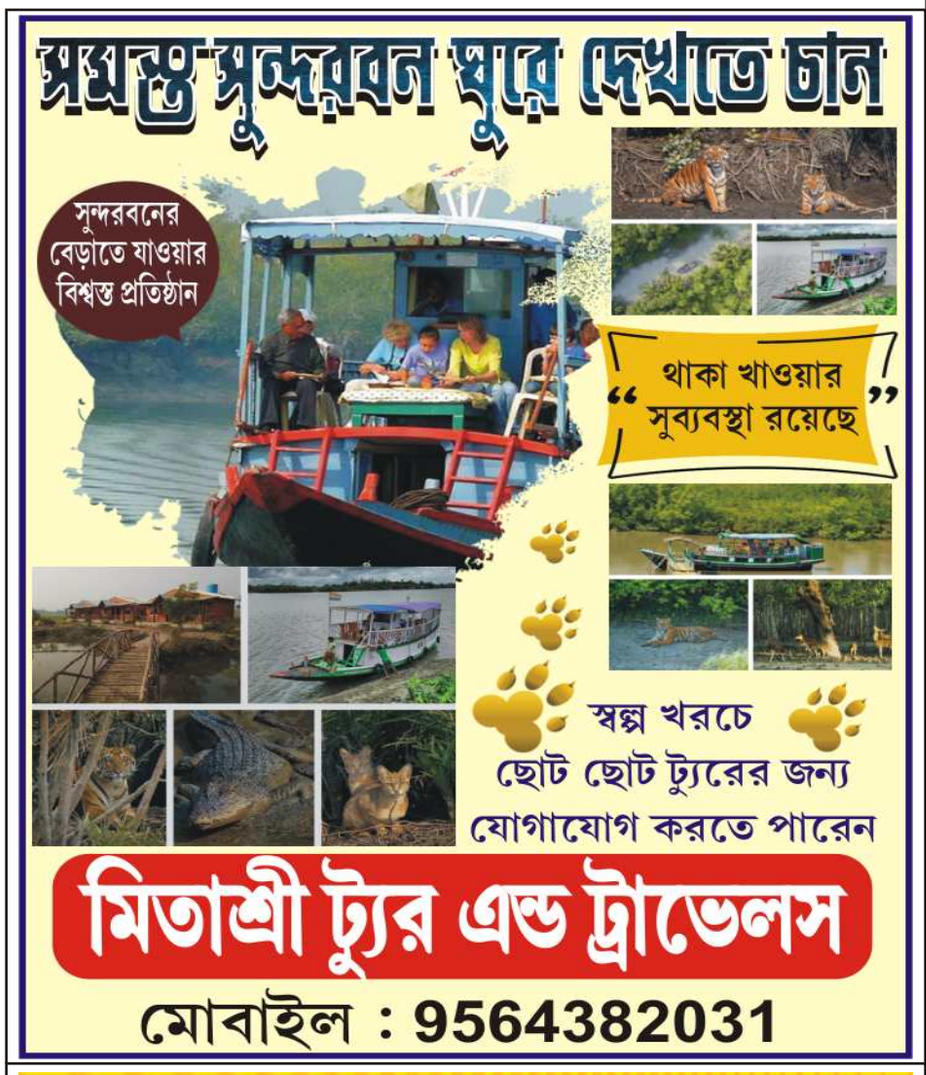

তপ্ত রয়েছে সন্দেশখালি

নিজস্ব সংবাদদাতা,বাগনান: নিউজ সারাদিন : শনিবার লোকসভা ভোটের শেষ দফার ভোটে চরম উত্তেজনা তৈরি হয় বসিরহাটের সন্দেশখালিতে। বিজেপি কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান গ্রামবাসীরা। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ইট, পাথর। পাল্টা লাঠি নিয়ে তেড়ে গেল বাহিনীও।সপ্তম দফার নির্বাচনে প্রথম থেকেই নজরে ছিল গত কয়েকমাস ধরে উত্তপ্ত হয়ে থাকা সন্দেশখালি। শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য সেখানে পর্যাপ্ত বাহিনীও রেখেছিল নির্বাচন কমিশন। তা সত্ত্বেও শনিবার দুপুরের পর থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালির বয়েরমাড়ি এলাকা। অভিযোগ, চঞ্চল খাটুয়া নামে এক বিজেপি কর্মী ভোট দিতে যাওয়ার সময় তৃণমূল কর্মীদের বুথ দখল করতে দেখে প্রতিবাদ করেন। তখনই তাঁকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় জড়ো হতে থাকেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদেরকে ঘিরেও শুরু হয় জোর বিক্ষোভ। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। পাল্টা তেড়ে যায় বাহিনীও। বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থককে গ্রেফতারও করা হয়।গ্রেফতার হওয়া বিজেপি কর্মীদের মুক্তির দাবিতে বাসন্তী হাইওয়েও অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রও। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের সন্দেশখালির কিছু অংশে জারি হল ১৪৪ ধারা।

জানা গিয়েছে, ন্যাজাৎ থানা এলাকার বয়েরমাড়ি, রাজবাড়ি, মঠবাড়ি ও সরবেড়িয়া এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। রবিবার সকাল ৬ টা থেকে ৪ জুন সকাল ৬ টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে বলে খবর।এদিকে, সন্দেশখালি ২ নম্বর বয়েরমাড়ি রাজবাড়ি চুঁচুড়া এলাকায় সপ্তম দফায় ভোটের দিন দফায় দফায় গন্ডগোল, মারধর ভাঙচুর রাস্তা অবরোধ হয়। সেই ঘটনায় ন্যাজাৎ থানার পুলিশ পাঁচজনকে আটক করেছিল। কিন্তু আটক ব্যক্তিদেরকে ছাড়তে হবে এই দাবিতে নতুন করে ফের বসন্তী হাইওয়ে অবরোধ, কখনও রাজবাড়ি ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থক ও বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। সেই পাঁচজনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার তাঁদের বসিরহাট আদালতে তোলা হবে।

ভোট পর্বের পর এবার ফল

ঘোষণার প্রহর গুনছেন দেশের মানুষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ম্যারাথন ভোট পর্বের পর এবার ফল ঘোষণার প্রহর গুনছেন দেশের মানুষ। ৪ জুন ভোটের ফল কী দাঁড়াবে, সেদিকে এখন নজর গোটা দেশের। নরেন্দ্র মোদি কি আবার ক্ষমতায় ফিরবেন? নাকি ১০ বছরের বিজেপি জমানার অবসান ঘটিয়ে দিল্লির দখল নেবে 'ইন্ডিয়া' জোট? আর বাংলাতেই বা কী হবে?এবার একাধিক রাজ্যে ভোটের হিসেব বদলে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি এবার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে বিজেপিকে। এই রাজ্যে ৩০টির মতো আসনে জয় আশা করছে ইন্ডিয়া জোট। ২০১৯-এ মহারাষ্ট্রে বিজেপির জোটে ছিল শিবসেনা। এবার শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে রয়েছেন ইন্ডিয়ার সঙ্গে। বিহারে নীতীশ কুমার আবার বিজেপি শিবিরে ফিরে যাওয়ায়, লাভ হয়েছে আরজেডি-কংগ্রেসের। কর্নাটকে এককভাবে ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস। একমাত্র মধ্যপ্রদেশ বাদ দিলে, বাকি সবকটি রাজ্যেই বিজেপির আসন সংখ্যা কমছে।

ক্ষমতায় ফেরার পথ যে এবার মসৃণ হবে না, তার আঁচ অনেক আগেই পেয়েছেন মোদি। তাই রেকর্ড নির্বাচনী জনসভা থেকে শুরু করে মিডিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সব ধরনের মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি। কিন্তু শেষ হাসি হাসতে পারবেন কি?প্রথমে আসি পশ্চিমবঙ্গের কথায়। ভোটের দামামা বাজার আগে থেকেই এই রাজ্যে ৩৫টি আসনে জয়ের কথা বারবার শোনা গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অমিত শাহের মুখে। তারপর তা কমে দাঁড়ায় ৩০-এ। এরপর তিনি নিজেই তা ২৫টিতে নামিয়ে আনেন। এতে বিজেপির নেতা কর্মী তথা ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

গত লোকসভার নির্বাচনে বাংলা থেকে ১৮টি আসন পেয়েছিল মোদির দল। এখন প্রশ্ন হল, এবার কি বিজেপি সেই সংখ্যা বাড়াতে পারবে? অঙ্কের হিসেব বলছে, বিজেপির পক্ষে আসন বাড়ানো কঠিন। গত কয়েকদিন ধরে ভোট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, ২০২৪-এ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আসন ১০ ছাড়ানো কঠিন। খুব ভালো ফল হলে, ১২ থেকে ১৪টিতে জিততে পারে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা গতবারের ২২টি থেকে বেড়ে ২৮-৩০ হতে পারে। এছাড়া কংগ্রেস বড়জোর ২টি এবং সিপিএম ১টি (মুর্শিদাবাদ) আসন পেতে পারে। অর্থাৎ গতবারের চেয়ে এবার ভালো ফল হবে তৃণমূলের।কেন তৃণমূলের আসন বাড়বে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের মতে, যে সন্দেশখালি নিয়ে এত হৈ চৈ করেছে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, সেই ঘটনা এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের, আরও স্পষ্ট করে বললে, মমতার ভোট-ব্যাঙ্কে খুব একটা প্রভাব ফেলবে না। তাছাড়া সন্দেশখালি একটি এলাকার ঘটনা। শাহজাহান বাহিনী সেখানে যা করেছে, তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হলেও, তাতে গোটা রাজ্যের ভোটচিত্র বদলে যাবে, তা ভাবার কোনও কারণ নেই। এছাড়া, রেখা পাত্রের নেতৃত্বে মহিলারা যেভাবে পথে নেমে বিক্ষোভ করেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। কারণ, পরবর্তীকালে যেসব ভিডিও এবং কথোপকথন সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়েছে, তাতে এই ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত থাকা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, যাঁরা রেখার নেতৃত্বে পথে নেমেছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই পরে রেখার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। সন্দেশখালিতে শাহজাহানের লোকজন জমিদখল, কিংবা অন্যভাবে অত্যাচার চালালেও, নারী নির্যাতন বা ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

এবারের নির্বাচনে যে কয়টি ইস্যু তৃণমূলকে এগিয়ে রাখছে, তার মধ্যে রয়েছে, সিএএ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং মহিলাদের মধ্যে মমতার অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা। বিজেপি সিএএ-কে তুরুপের তাস করার ভাবলেও, তা ব্যুমেরাং হয়ে গিয়েছে। মতুয়াদের একটা বড় অংশ এখন বিজেপির ওপর ক্ষিপ্ত। দীর্ঘকাল চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ ভোটের মুখে সিএএ কেন, এই প্রশ্নও তুলছেন তাঁরা? যে পদ্ধতিতে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে, তাতেও তাঁরা খুশি নন। তৃণমূল নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদানের যে দাবি তুলেছে, তাতে সায় রয়েছে মতুয়াদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের।মতুয়াদের পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের বড় অংশের সমর্থনও পাবেন মমতা। এছাড়া, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভোট রাজনীতিতে তৃণমূলকে এগিয়ে রাখছে। সিপিএম, বিজেপি মমতার বিরুদ্ধে সরব হলেও, একবারও তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বিরুদ্ধে বলতে পারেনি। বরং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকার পরিমাণ আরও বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি শোনা গেছে এই দুই দলের নেতাদের মুখে। গতবার উত্তরবঙ্গের সবকটি আসনে জয় পেয়েছিল বিজেপি। এবার সেখানে ৩-৪টি আসনে জয় পেতে পারে তৃণমূল। দক্ষিণবঙ্গেও আসন বাড়বে তৃণমূলের। প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতারা ভেবেছিলেন, সন্দেশখালিকে সামনে রেখে তাঁরা এবার বাংলায় বাজিমাৎ করবেন। তাই বারবার মোদি এই রাজ্যে প্রচারে ছুটে এসেছেন। বাংলায় মোট ২০টি নির্বাচনী কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন মোদি, যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। ভোট ঘোষণার আগে থেকে ধরলে, পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৪টি নির্বাচনী কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, যার মধ্যে রয়েছে ২৩টি জনসভা এবং একটি রোড শো।মতুয়াদের পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের বড় অংশের সমর্থনও পাবেন মমতা। এছাড়া, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভোট রাজনীতিতে তৃণমূলকে এগিয়ে রাখছে। সিপিএম, বিজেপি মমতার

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

নিজস্ব 'এক্সিট পোল' প্রকাশ করলেন তৃণমূলের তরুণ প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য

তার ভিত্তিতেই বাংলার শাসকদলের দাবি, 'গোদি মিডিয়া'র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই এক্সিট পোল।বিয়াল্লিশের মধ্যে ২০ থেকে ২৪টি আসনে জিতবে বলে পূর্বাভাস। তবে এই সমীক্ষার ফল অনেকেই মানতে নারাজ। কিন্তু এসবের মাঝে নিজস্ব 'এক্সিট পোল' প্রকাশ করলেন তৃণমূলের তরুণ প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, বিজেপির আসন সংখ্যা ২০১৯-এর তুলনায় কমবে। নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে তমলুকের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যর পোস্ট, তৃণমূল পাবে ২৫ থেকে ২৭ আসন। আর বিজেপির দখলে আসতে চলেছে ১৪ থেকে ১৬টি আসন। আর বাম-কংগ্রেস জোটকে সর্বোচ্চ মাত্র একটি আসন দিতে রাজি দেবাংশু। এটাই তাঁর নিজস্ব হিসেব বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী।

১-ম পাতার পর

হনুমন্দির পুজো দিয়ে তিহাড় জেলের ২ নম্বর সেলে ফিরলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

থেকে আমি হনুমানজির আশীর্বাদ নিতে কনট প্লেসের হনুমান মন্দিরে যাব। সেখান থেকে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে সব কর্মী ও দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করব। এর পর আমি তিহাড়ের উদ্দেশে রওনা হব।" জেল থেকেই দল চালানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন কেজরি। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, "আপনারা ভালো থাকলে আপনার কেজরিওয়ালও জেলে ভালো থাকতে পারবে।"

১-ম পাতার পর

লোকসভা ভোট পর্বে নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে তৃণমূলের 'সেটিং' নিয়ে ফিসফাস, চর্চা, আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন মহলে

শানিয়ে নওশাদের দাবি, মনোভাবে? চর্চা চলছে বিভিন্ন হয়েছে।"

"আমার সম্পর্কে ভোটারদের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করার অভিপ্রায়েই এসব করা হয়েছে। যাতে ভোটটা আমাদের দিকে না আসে, সেই চেষ্টা করা হয়েছে। এর জন্য তৃণমূল, বিজেপি আছে। এদিকে সিপিএমের বামপন্থীরা বন্ধুরা আছেন। হয়ত এদের চক্রান্ত হতে পারে। এসব ভিত্তিহীন কথা।"রাত ১১ টা নাগাদ একটি প্রেস বিবৃতি দিয়ে সারাদিনের ঘটনা প্রবাহে কর্মীদের মনোভাবকে অভিনন্দন জানালেন আইএসএফ রাজ্য নেতৃত্ব। হঠাৎ কী এমন হল লড়াকু নওশাদ সিদ্দিকীর? কিছুটা দায়সারা মনোভাব কি?

লোকসভা ভোট পর্বে নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে তৃণমূলের সেটিং& নিয়ে ফিসফাস, চর্চা, আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন মহলে। সেই আলোচনাকে আরও জল বাতাস দিল না ভোট সপ্তমে নওশাদ সিদ্দিকীর এমন নিখোঁজ হওয়ার গতকাল ভোটের দিন কেন তাঁকে দেখা যায়নি মাঠে-ময়দানে, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নওশাদ। তাঁর যুক্তি, তিনি ভাঙড়ের বিধায়ক হলেও সেখানকার (যাদবপুর লোকসভা) ভোটার নন। অন্য লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার। সেই কারণেই এলাকার বিধায়ক হয়েও সেখানে যাননি নওশাদ। তবে গোটা বিষয়টি তিনি রাজ্য অফিস থেকে নজরদারি চালিয়েছেন এবং প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন বলেও দাবি ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়কের। তাঁর কথায়, "আমার কর্মীদের মনোবল এতটা দুর্বল নয় যে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাইজানকে ছুটে আসতে হবে। আমাদের কর্মীরা ভাল করেই জানে, তাদের ভাইজান একজনই আছেন এবং তাঁকে গোটা রাজ্যে ছুটে বেরাতে হচ্ছে।"

১-ম পাতার পর

ভারতে খুব একটা বেশি আসন জিততে পারবে না বিজেপি

হয়েছে।কিন্তু এই সব এক্সিট পোল নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতে রাজি নন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর।এক্টিট পোল প্রকাশ্যে আসার পরে সকলে তাঁর প্রতিক্রিয়া শোনার অপেক্ষাতেই ছিলেন। কারণ ভোট চলাকালীন প্রশান্ত কিশোর একাধিকবার বলেছেন বিজেপি এবার ভোট বাড়াবে দেশে।

এক্সিট পোল আসার পর আবার ভোট কুশলী বলছেন এসবে সময় নষ্ট করতে রাজি নন তিনি। এক কথায় এই এক্সিট পোলে তিনি যে সন্তুষ্ট নন সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রশান্ত কিশোর লিখেছেন প্রতিবারই ভোটের পর এক্সিট পোল নিয়ে ভুয়ো সাংবাদিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞরা গলা ফাটাতে শুরু করেন। এই সব কথা শুনে তিনি সময় নষ্ট করতে রাজি নন।

প্রশান্ত কিশোর আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ২০২৪-র লোকসভা ভোটে এনডিএ জোট ৪০০ পার করতে পারবে না। ৩০০ বা তার থেকে একটু বেশি আসন থাকবে তাদের হাতে। এদিকে একাধিক এক্সিট পোল এনডিএ-কে ৩৫০ থেকে ৩৭৫টি আসন দিয়ে ফেলেছে। প্রশান্ত কিশোর এও জানিয়েছিলেন যে পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে খুব একটা বেশি আসন জিততে পারবে না বিজেপি।

এদিকে পশ্চিম ভারতের সিংহভাগ রাজ্যই বিজেপির দখলে। গুজরাত, রাজস্থান বিজেপির দখলে রয়েছে। কাজেই পশ্চিমভারতে আসন সংখ্যা যে খুব একটা বাড়বে বিজেপির তা নিয়ে আশাবাদী প্রথম থেকেই ছিলেন না ভোটকুশলী। তব এক্সিট পোলে যেভাবে দক্ষিণ ভারত সহ একাধিক জায়গায় বিজেপির আসন বাড়বে বলে দাবি করা হয়ছে তা নিয়ে খুব একটা মন্তব্য করতে নারাজ তিনি।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমরা সব ধর্মের মানুষ মনেপ্রাণে ঈশ্বর বিশ্বাস করি, অনেকেই ঈশ্বরকে মানে না কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীজুড়ে ঈশ্বরের একটি প্রাকৃতিক শক্তি বিরাজমান, যাকে আমরা সুপ্রিম শক্তি বলে অনেকেই ধারণা। সেই ধারণা থেকে শুরু হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রার্থনা। মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রক্ষা করেন তিনি।এমন কথা অনেক মানুষের মুখেই শোনা যায়, "আমি নিজে প্রকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করি কারণ আমি এমন অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যা পুরোপুরি অলৌকিক। আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার ফলে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে গিয়েছি"। ভূত, জ্বিন, প্রেতাত্মা ইত্যাদির সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, বা রাতের অন্ধকারে গায়েবি আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা মোটেও কম নয়। আমার অনেক বন্ধুই আছে যারা আমাকে অলৌকিক সব ঘটনার কাহিনী শোনায় এবং জিজ্ঞাসা করে, 'এর কি কোনো ব্যাখ্যা তোমার কাছে আছে?' সব মিরাকলের ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়াটা সময় ও শ্রমের অপচয়। কিন্তু তারপরও কিছু মিরাকলের ব্যাখ্যা খুঁজে যেতে হয়। কোনো মিরাকল ঘটার পর সেটাকে এমন একটি সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেটি কিনা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

তাই মানুষ একমাত্র ভরসা করে ভগবানকে, এই মানুষ তার কর্মক্ষমতা আর ত্যাগ কারনে জগতে ঈশ্বর হয়ে ওঠেন!রণে বনে জলে জঙ্গলে যেখানে বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিবে আমি তোমাকে রক্ষা করিব।জয় বাবা লোকনাথ এই মন্ত্র জীবনের পথকে আরও সুদৃঢ় করে জীবনকে এক উন্নত ও আলোর পথের ঠিকানা দেয়। প্রতিটি কাজ করার আগে বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করলে সেই কাজ ভাল হয়ে থাকে। বারদীর ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ একই অঙ্গে অনোন্য রূপ তিনি স্বয়ং ভগাবান মহেশ্বরের অবতার। যাঁকে মনে মনে ডাকলে ভক্তের সকল আশা ও মনবাঞ্ছা পূরণ হয়ে থাকে। তবে বাবা লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমীতে; ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট (১৮ ভাদ্র, ১১৩৭ বঙ্গাব্দ) কলকাতা থেকে কিছু দূরে; উত্তর ২৪ পরগণার চৌরাশি চাকলা গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ ঘোষাল এবং মাতা কমলাদেবী। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের ৪র্থ পুত্র।লোকনাথের জন্মস্থান নিয়ে; শিষ্যদেরও ভেতরে বিতর্ক আছে। নিত্যগোপাল সাহা এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন ও আদালতের রায় অনুযায়ী; তার জন্মস্থান কচুয়া বলে চিহ্নিত হয়। যদিও অনেকে মনে করেন তার জন্মস্থান; বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণার চৌরাশি চাকলা গ্রামে; যা এখন চাকলাধাম নামে লোকনাথ ভক্তদের নিকট পরিচিত। পার্শ্ববর্তী গ্রাম (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে বাস করতেন; ভগবান গাঙ্গুলী নামে ভারতবর্ষের নামকরা এক পন্ডিত। এগার বছর বয়সেই গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে; একমাত্র বন্ধু বেনীমাধব সহ সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তারপর গৃহত্যাগ করেন লোকনাথ।

বাবা লোকনাথকে নিয়ে আছে অনেক গল্প। ধর্মপ্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; হঠাৎ চোখ খুলে দেখেন চারিদিকের আগুনের লেলিহান শিখা; প্রচন্ড ধোঁয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অজ্ঞান হবার মুহূর্তে দেখতে পান; এক দীর্ঘদেহী উলঙ্গ মানুষ তাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন। যখন জ্ঞান ফিরে পান দেখেন; আসে-পাশে কোন জনমানব নেই । তিনি একা পাহাড়ের নিচে শুয়ে আছেন। পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামি ধর্মপ্রচারক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ভারত এবং বাংলাদেশে তার অসংখ্য ভক্ত ছিল। তিনি যখন নারায়নগঞ্জ এর বারদী আসেন; তখন বাবা লোকনাথকে দেখে চিনতে পারেন। বুঝতে পারেন, ইনিই তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন।এরপর সারা ভারত এবং বাংলাদেশে প্রচারবিমুখ বাবা লোকনাথের অসামান্য যোগশক্তির কথা; প্রচার করে বেড়ান এই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তখন থেকেই মানুষ বাবা লোকনাথ সম্পর্কে জানতে পারেন।

লোকনাথ বাবার বারদী আসা নিয়েও আছে গল্প। সীতাকুন্ডু থেকে বাবা লোকনাথ চলে আসেন দাউদকান্দি। এখানেই পরিচয় হয় বারদী নিবাসী-ডেজ্ঞু কর্মকারের সাথে। তিনি জোর করা বাবাকে নিয়ে আসেন বারদী।বাবা লোকনাথ বলেছিলেন, "ডেজ্ঞু তুই আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিস, আমি তোর সাথে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু এই লেংটা পাগলাকে তুই কিভাবে ঘরে রাখবি। লোকে তোকে ছি ছি করবে। সহ্য করতে পারবি। ভেবে দেখ?"। ডেজ্ঞু উত্তরে বলেছিলেন; "আমি কিছু বুঝি না, আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে। লোকে যা বলে বলুক। শুধু আপনি কথা দেন বারদী ছেড়ে কোথাও যাবেন না"।ডেজ্ঞুর সাথে বাবা লোকনাথ চলে আসেন বারদী। ছোট ছোট ছেলেরা বাবাকে পাগল ভেবে; পাথর মারতে থাকে। ডেজ্ঞুর পরিবারে বাবাকে নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। বারদীর ধনী জমিদার নাগ-পরিবার; তারা বাবাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাবা থাকার জায়গা বেছে নেন; ছাওয়াল বাঘিনীর নদীর পাড়ের শ্মশানভূমি।ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই শ্মশানভূমি। দিনের বেলায় গ্রামের মানুষ যেতে ভয় পেত। এইখানেই বাবা নিজ হাতে নিজের জন্য তৈরি করেন কুটির। যা আজ সারা বিশ্বের বাবা লোকনাথ ভক্তদের কাছে; এক মহান তীর্থভূমি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই পূণ্যভূমিতে। কেঁদে, মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে; অসংখ্য মানুষ নিজেদের দুঃখের কথা জানায় বাবা লোকনাথের কাছে।বাবা বলতেন -"ওরা বড় দুঃখী, ওরা বড় অসহায়। ছোট ছোট ওদের চাওয়া গুলো পূরণ করে দেওয়ার কেউ নেই; তাই তো ওরা আমার আছে ছুটে আসে; ওদের দুঃখের কথা; কষ্টের কথা আমাকে বলতে। ওদের দুঃখের কথা আমি শুনি বলেই; আমার কাছে ওদের যত আবদার, অধিকার। সংসারের কঠিন পথ চলতে চলতে ওরা ক্ষতবিক্ষত; ওদের বিশ্বাস আমিই ওদের দুঃখ দূর করে দিতে পারি"।বাবার শিষ্যদের নিয়েও আছে অনেক গল্প। ফরিদপুর জেলার পালং থানার মহিসা গ্রামে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর জন্ম। ঢাকা ওয়ারীতে তিনি ব্রহ্মচারী যোগাশ্রম প্রতিষ্টা করেন। পরে তা ফরিদাবাদে স্থানান্তর করেন। তিনি বাবা লোকনাথের স্মরণে আসেন; ১৮৮৬ থেকে ১৮৯০ সালের দিকে। বাবার একজন যোগ্য শিষ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।বারদীর আশ্রমের কাছেই এক বৃদ্ধা, নাম-কমলা। সম্বল বলতে এক গরু ছাড়া কিছুই ছিল না। দুধ বিক্রি করে দিন চালাতেন। লোকমুখে বাবা লোকনাথের প্রশংসা শুনে; এক বাটি দুধ নিয়ে বাবাকে দেখার জন্য চলে আসেন। বাবা লোকনাথ তাঁকে মা বলে ডাকে কাছে টেনে নেন। লোকনাথ বাবা তাঁকে "মা" ডাকতেন বলে; পরবর্তীতে তিনি 'গোয়ালিনী মা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লোকনাথ বাবার আশ্রমেই কাটান।ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঢাকার বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক নাম-তারাকান্ত গাঙ্গুলী। আইন পেশায় ও শিক্ষকতায় জড়িত ছিলেন। লোকমুখে বাবা লোকনাথের কথা শুনে; কৌতুহলবশতঃ দেখতে আসেন। পরে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করে; বাবার আশ্রমে চলে আসেন। বাবা নতুন

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৫০ সংখ্যা ০৩ জুন, ২০২৪ সোমবার ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

ভোট পর্বের পর এবার ফল ঘোষণার প্রহর গুনছেন দেশের মানুষ

বিরুদ্ধে সরব হলেও, একবারও তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বিরুদ্ধে বলতে পারেনি। বরং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকার পরিমাণ আরও বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি শোনা গেছে এই দুই দলের নেতাদের মুখে। গতবার উত্তরবঙ্গের সবকটি আসনে জয় পেয়েছিল বিজেপি। এবার সেখানে ৩-৪টি আসনে জয় পেতে পারে তৃণমূল।

পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশে পরিস্থিতি মোদির অনুকূল নয়। এবার যেভাবে তিনি মেরুকরণের কদর্য রাজনীতি করেছেন, দেশের ইতিহাসে কেউ কখনও তা করেননি। ১৬ মার্চ ভোট ঘোষণার পর থেকে ৭৬ দিন ধরে ২০৬টি জনসভা (২০১৯-এ করেছিলেন ১৪৫টি) করেছেন। প্রথম দিকে নিজের সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেও, ভোটপর্ব যত এগিয়েছে, তত মুসলিমদের সরাসরি আক্রমণের পথে হেঁটেছেন। ইন্ডিয়া জোট জিতলে, তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণ তুলে তা মুসলিমদের দিয়ে দেবে, এমন কথাও শোনা গেছে ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখে। শুধু তাই নয়, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে, মেয়েদের 'মঙ্গলসূত্র'ও কেড়ে নেবে, এমন কথাও বলেছেন মোদি।

এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ২২৪ বার মুসলমান, সংখ্যালঘু, পাকিস্তান প্রসঙ্গ তুলেছেন। ৪২১ বার মন্দির-মসজিদ নিয়ে কথা বলেছেন। আর নিজের প্রচারে তিনি এতটাই আত্মমগ্ন যে, শেষ ১৫ দিনের বক্তৃতায় ৭৫৮ বার মোদি শব্দটি ব্যবহার করছেন।"ভোটে ইস্যু করবেন বলে, জানুয়ারিতে তড়িঘড়ি করে রামমন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন মোদি। কিন্তু দিন যত এগিয়েছে, ফিকে হয়েছে রামমন্দির। উঠে এসেছে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষক অসন্তোষের মতো জ্বলন্ত ইস্যু, যা দেশবাসীকে প্রতিনিয়ত জর্জরিত করে চলেছে। বুদ্ধিমান মোদি তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দিশাহীনভাবে বারবার বদলেছেন প্রচারের অভিমুখ। একদিকে নির্লজ্জভাবে সংখ্যালঘুদের নিশানা করেছেন।

অন্যদিকে, ব্যতিক্রমী পথে হেঁটে দেশের ৮০টি টিভি চ্যানেলকে নিজের বাসভবনে ডেকে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশ্চর্যের হলেও সত্যি যে, গত ১০ বছরের শাসনে একবারও সাংবাদিক বৈঠক করেননি মোদি। দেশদ্রোহিতার মত মামলায় ফাঁসিয়ে যিনি একের পর এক সাংবাদিককে জেলে ঢুকিয়েছেন, সেই মোদি হঠাৎ মিডিয়ার প্রতি এতটা সদয় হয়ে উঠলেন কেন?ভোটে ইস্যু করবেন বলে, জানুয়ারিতে তড়িঘড়ি করে রামমন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন মোদি। কিন্তু দিন যত এগিয়েছে, ফিকে হয়েছে রামমন্দির। উঠে এসেছে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষক অসন্তোষের মতো জ্বলন্ত ইস্যু, যা দেশবাসীকে প্রতিনিয়ত জর্জরিত করে চলেছে। বুদ্ধিমান মোদি তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দিশাহীনভাবে বারবার বদলেছেন প্রচারের অভিমুখ। একদিকে নির্লজ্জভাবে সংখ্যালঘুদের নিশানা করেছেন।

অন্যদিকে, ব্যতিক্রমী পথে হেঁটে দেশের ৮০টি টিভি চ্যানেলকে নিজের বাসভবনে ডেকে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশ্চর্যের হলেও সত্যি যে, গত ১০ বছরের শাসনে একবারও সাংবাদিক বৈঠক করেননি মোদি। দেশদ্রোহিতার মত মামলায় ফাঁসিয়ে যিনি একের পর এক সাংবাদিককে জেলে ঢুকিয়েছেন, সেই মোদি হঠাৎ মিডিয়ার প্রতি এতটা সদয় হয়ে উঠলেন কেন?

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতো সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি

শনিবার অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হতেই একের পর এক বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। এর মধ্যে সিংহভাগ সমীক্ষাতেই দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতো সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। সেই সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গেও টিএমসি-কে ছাপিয়ে যাবে গেরুয়া শিবির। অবশেষে এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এখানেই না থেমে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'সংবাদমাধ্যম কীভাবে বলে দিচ্ছে, অমুক আসনে ও জিতবে, তমুক আসনে ও জিতবে, কত টাকার বিনিময়ে? আমি এই সংবাদমাধ্যমের হিসেব মানি না। আমি কর্মীদের শক্ত থাকতে বলব। গণনা ভালো করে করতে বলব। সংবাদমাধ্যমে যা দেখানো হয়েছে তার দ্বিগুণ আসনে জয়ী হব। প্রত্যেকটা কেন্দ্রে আমরা জিতব'।

পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি আসন পাবে টিএমসি? এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে নির্দিষ্ট কোনও সংখ্যা বলতে চাননি মমতা। তৃণমূল নেত্রী স্পষ্ট বলেন, 'আমি কোনও সংখ্যায় যাব না। তবে আপনাদের একটা কথা বলতে পারে, যেভাবে মাঠে-ময়দানে নেমে আমরা কাজ করেছি, লোকের চোখ দেখেছি, তাতে কখনও আমার মনে হয়নি যে মানুষ আমাদের ভোট দেবেন না' ।উনিশের লোকসভা ভোটে গেরুয়া ঝড়ের সাক্ষী ছিল বাংলা। টি এম সি-র 'একাধিপত্য' ঘুচিয়ে সেবার ১৮টি আসনে পদ্ম ফুটেছিল। এবার একাধিক বুথ ফেরত সমীক্ষায় দাবি করা হচ্ছে, উনিশের চেয়ে বাংলায় BJP-র আসন সংখ্যা বাড়তে পারে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দাবি করেন, গেরুয়া শিবিরের 'বেস্ট পারফর্মিং স্টেট' হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ । বুথ ফেরত সমীক্ষাতেও এখন দেখা যাচ্ছে BJP-র দাপট। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন মমতা।

সম্প্রতি জনপ্রিয় একটি সংবাদমাধ্যমের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টিএমসি সুপ্রিমো বলেন, 'আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে যেটা দেখাচ্ছে, সেটা আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না। এটা একেবারে ভেগ, একেবারে ফেক'।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

খেয়েদেয়ে নৌকা নিয়ে যাত্রা করতে হবে। কাটা শোল মাছ কাছেই এক কুণ্ডের জলে ধুতে গেল তারা। কী আশ্চর্য! জলের স্পর্শ পেয়ে মাছটি জ্যান্ত হয়ে সাঁতরে চলে গেল। মাঝিরা দৌড়ে এসে জয়দত্তকে সব কথা জানাল। জয়দত্তের মনে পড়ল আগের রাতের কথা। সেই মেয়েটির কথা। তখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে বারবার তিনি বলতে লাগলেন, 'মাগো দেখা দে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মহামারী সাক্ষী বহন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

শুনিয়া কলিকাতাস্থ লোকের আতঙ্ক ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সকলেই বিভব দূরে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া শহর ত্যাগে প্রস্তুত হইল। সে ভয়, সে ভাবনা সহজে বর্ণনা করা যায় না;;; ।'

সবাই ভেবেছিল, দূরে পালিয়ে গেলে মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। হাজার হাজার মানুষ ট্রেনে, ঘোড়ার গাড়িতে, আরও যেভাবে পারে শহর থেকে পালাতে চেষ্টা করল। স্ত্রী, সন্তানেরাও তাদের সঙ্গে ছিল।তখন হাওড়া স্টেশনে, স্টিমার ঘাটে কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় হল। রেল কোম্পানি বাড়তি ট্রেন চালিয়েও অতিরিক্ত যাত্রীদের চাপ সামলাতে পারছিল না। এই সুযোগে ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, নৌকা, মুটে, সকলেই ভাড়া হাঁকতে লাগল চারগুণ, পাঁচগুণ।এইরকম অবস্থা মাস তিনেক চলার পরে শহরে শুরু হল দাঙ্গাহাঙ্গামা। সরকার ঘোষণা করেছিল, কর্পোরেশনের লোক বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখবে, কারও প্লেগ হয়েছে কিনা। যদি রোগীর সন্ধান পায়, তাহলে জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।একথা শুনে শহরে যত গরিব মানুষ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

নামকরণ করেন-ব্রহ্মানন্দ ভারতী। তাঁর হাতেই প্রথম রচিত হয়-লোকনাথের জীবন কাহিনী ও দর্শন ।পরবর্তীতে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যের লিখিত " সদগুরু সঙ্গ" প্রামান্য সাধনগ্রন্থ রূপে সমাদৃত হয়। বাবা লোকনাথের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন মথুরা মোহন চক্রবর্তী। "শক্তি ঔষধালয়" -এর প্রতিষ্টাতা। প্রথম জীবনে ঢাকার রোয়াইল গ্রামে; হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে করতে আয়ুর্বেদ ঔষধের ব্যবসা শুরু করেন। ঢাকার দয়াগঞ্জে স্বামীবাগ-এ " শক্তি ঔষধালয়ের" ভিতরে; প্রথম লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মন্দির নির্মাণ করেন ।ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মতন আরেক ঢাকার জজকোর্টের উকিল হরিহরণ চক্রবর্তীও; বাবার দর্শন করতে এসে বারদী থেকে যান। হরিহরণের গুরুভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে; বাবা লোকনাথ নিজের ব্যবহৃত পাদুকা দান করেন। তিনি কাশীতে বাবা লোকনাথের নামে মন্দির প্রতিষ্টা করেন ।সোনারগাঁর গোবিন্দপুর নিবাসী অখিলচন্দ্র সেন; উচ্ছৃখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত এক জমিদার পুত্র। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ কেন নিঃস্ব এক শ্মশানে থাকা মানুষের কাছে আসেন, তা জানার জন্য তিনি দেখতে আসেন। দূর থেকে দাড়িয়ে প্রায় মাঝে মাঝে এসে দেখে যান ।একদিন বাবার কাছাকাছি এসে নিজের অশান্তির কথা জানান। নিজের কারনে যেসব মানুষকে কষ্ট দিয়েছে,তাদের সে কষ্টের মোচন করার উপদেশ দেন লোকনাথ বাবা। অখিলচন্দ্র বাড়ি ফিরে গিয়ে,সব সম্পত্তি গ্রামের দুঃখী মানুষের নামে দান করে দেন; এবং নিঃস্ব এক কাপড়ে বাবা লোকনাথের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। বাবার আশীর্বাদে ও সাধনায় তিনি, "সুরথনাথ ব্রহ্মচারী" নামে খ্যাতি লাভ করেন।

বারদী নিবাসী কবিরাজ রামরতন চক্রবর্তীর ছেলে জানকীনাথ। যৌবনে দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন ।পিতা সন্তানকে আর বাঁচানোর আশা না দেখে, বাবা লোকনাথের আশ্রমে ছেলেকে দান করে যান। বাবা জানকীনাথকে বারদী আশ্রমের দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করেন। গুরুকৃপায় জানকীনাথ ব্রহ্মচারী এক উচ্চ সাধক হিসাবে প্রতিষ্টিত হন। বাবার নয়নের মনি ছিলেন তিনি, অসম্ভব স্নেহ করতেন জানকীনাথকে। বাবা লোকনাথের সমাধির পাশেই সমাধিস্থ হন জানকীনাথ ব্রহ্মচারী।এই ধরণের অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই শোনা যায়-"আমি যখন আমার সৃষ্টিকর্তার কথা চিন্তা করি, যখন তার কাছে প্রার্থনা করি তখন আমার মনে এক অন্যরকম শান্তি অনুভূত হয়। জীবনে চলার পথে প্রতিটা মুহূর্তে তাকে স্মরণ করলে একটা শক্তির অনুভূতি হয়, এই মানসিক শান্তি আমি অন্য কোনোভাবেই অনুভব করি না। এর পরও কি তুমি বলবে ঈশ্বর নেই?" এই ধরণের আধ্যাত্মিক বা মরমী অভিজ্ঞতাকে অবশ্য কোনো ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অনুভূতি পরিমাপ করার মত কোনো পদ্ধতিও মনে হয় আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই এই ধরণের অনুভূতির অভিজ্ঞতা কাউকে অন্য কোনোভাবে প্রদান করা সম্ভব কিনা তাও বলা যায় না। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায় নিউরোসাইকোলজির মাধ্যমে। এই রকম চিন্তা মাথায় আসে মস্তিস্কের কজাল অপারেটরের (causal operator) মাধ্যমে। এই কজাল অপারেটর যখন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করতে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষের মন পরিবেশকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার কল্পনাশক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন অবাস্তব ধারণাকে নিয়ে আসে। এগুলো ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আসতে পারে, (যেমন স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন এবং আরও অনেক ধরণের কল্পনা) তেমনি একটি সমাজেও প্রভাব বিস্তার করে ফেলতে পারে। মানুষ যতদিন পৃথিবীতে তাদের টিকে থাকা নিয়ে সচেতন থাকবে হয়ত ততদিন তারা তাদের চারপাশের সকল বস্তুকে নিয়ে আনমনেই এই ধরণের অবাস্তব ধারণা তৈরি করতে থাকবে এবং এইভাবেই তারা দৈত্য, দানব, ভুত-প্রেত, দেবদূত, ফেরেশতা, ঈশ্বরসহ আরও অনেক অতিপ্রাকৃতিক সত্তার জন্ম দিতে থাকবে। এই ধরণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দাবি আস্তিকদের কাছে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় বলে মনে হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এগুলো অগ্রহণযোগ্য । যেমন, ঈশ্বরকে অনেকে বর্ণনা করেন এভাবে, "...the dazzling obscurity of the secret silence, outshining all brilliance with the intensity of their darkness". এখন এই ধরণের বিবরনকে কিভাবে যাচাই করবেন। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত এই ধরণের দাবি কখনোই বাস্তবমুখী হতে পারে না। এধরণের উক্তির অসংলগ্নতা মাপারও কোন গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নাই। তাই এই ধরণের সাইকোলজিকাল হাইপোথিসিসকে প্রত্যাখ্যান করাটা মোটেও অযৌক্তিক হয় না। তাই ঈশ্বর দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান। তার শক্তির সমকক্ষ এই দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ নেই বা হতে পারে না। অনেক যোগী, ঈশ্বরের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জন করতে পারেন সাধনার মধ্য দিয়ে। এবং তার জন্যে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে সাধনায় ব্রতী হতে হয়। এবং তার পরে পাওয়া যায় সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধির জন্য গুপ্ত ঈশ্বর মন্ত্র কেবলমাত্র একজন সিদ্ধ গুরু বা সিদ্ধাই দিতে পারেন। ঈশ্বরের শক্তি যখন কোন সাধককে দেওয়া হয় তার একটা তাৎপর্য থাকে। কেউ এমনই এমনই শক্তি লাভ করে না। এবং ঐ গুরু মন্ত্রই হলো সিদ্ধির চাবিকাঠি। এবং এই গুরু মন্ত্র সাধারণত যিনি প্রদান করেন, তিনি শুধু ঐ মন্ত্র দেওয়ার জন্যই সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকেন। এবং সময় এলে স্বয়ং ঈশ্বর তাকে মন্ত্র বলে দেন এবং নির্দেশ দেন কাকে এই মন্ত্র দিতে হবে এবং কোথায় সেই নব্য সাধক সাধনায় লিপ্ত ।চারটি অনুঘটকের কারনে হয় মানব জন্ম। যা হল কর্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভক্তি। আর সাধকের জন্ম হয় কর্মের পুন্য, জ্ঞান, ভক্তি ও সাধের কারণে। যখন এই অনুঘটক গুলো পূর্নতা লাভ করে তখন মেলে সিদ্ধি। আর, একটা সিদ্ধি কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। সিদ্ধির ব্যপারটা অনেকটা উর্ধমুখী সিঁড়ির মতো। এক একটা পরীক্ষা আর তার পর নতুন সিঁড়ির দরজা খোলা হয়। এভাবে চলতে থাকে। আর পরীক্ষার আগে থাকে শিক্ষা এবং চরম বাঁধা। আসে ঈশ্বরের শত্রু অর্থাৎ শয়তানের দল, তাদের সাথে চলে নিরন্তর সংগ্রাম। তেমনি সংগ্রাম করে আমাদের মধ্যে মানুষরূপে স্বয়ং ঈশ্বর বাবা লোকনাথ রংপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার আত্মলীনা ও অলৌকিক শক্তি উদাহরণ আমরা কিছুটা হলেও তুলে ধরলাম।। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।সেদিন ছিল ১৯শে জৈষ্ঠ, রবিবার। বাবা নিজেই বললেন তার প্রয়াণের কথা। বহু মানুষ আসেন তাঁকে শেষ দর্শন করার জন্য। কথিত আছে একসময় লোকনাথ মহাযোগে বসেন। সবাই নির্বাক হয়ে অশ্রুসজল চোখে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কখন বাবার মহাযোগ ভাঙ্গবে। কিন্তু ঐ মহাযোগ আর ভাঙেনি। শেষ পর্যন্ত ১১.৪৫ মিনিটে দেহ স্পর্শ করা হলে দেহ মাটিতে পড়ে যায়। বাংলা ১২৯৭ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ (১ জুন, ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ) ১৬০ বছর বয়সে লোকনাথ ব্রহ্মচারী দেহত্যাগ করেন। নারায়ণগঞ্জের বারদীর শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রতি বছর উনিশ জৈষ্ঠ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান উৎসব ও সপ্তাহ ব্যাপী মেলা বসে । তার এই মহাকাল প্রয়াণের দিনটিকে ভক্তি শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে স্মরণ করার জন্যই এই উৎসব ও মেলার আয়োজন হয় । এই তিরোধান উৎসবে অংশগ্রহণ করতে প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কাসহ দেশের লক্ষাধিক লোকনাথ ভক্ত বারদী আশ্রমে এসে সমবেত হন ।জৈষ্ঠের উনিশ তারিখ আশ্রমের চৌচালা ছাদের উপর থেকে ভক্তদের ছুঁড়ে দেয়া বাতাসা মিষ্টান্ন ও তা কুড়ানোর উচ্ছল আয়োজন হয় যা "হরি লুট" নামে পরিচিত। এছাড়া দিন ব্যাপী চলে গীতা পাঠ, এছাড়া দিন ব্যাপী চলে গীতা পাঠ, বাল্যভোগ, লোকনাথের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ, রাজভোগ, প্রসাদ বিতরণ ও আরতী কীর্তনসহ ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান। শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের দক্ষিণের উঠানে তাঁর সমাধিস্থলের পশ্চিমে শত বৎসর ধরে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল আকৃতির একটি বকুল গাছ । আশ্রমের ভেতরে আছে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বিশাল তৈলচিত্র । মূল আশ্রমের পেছনে খোলা উঠান পেরিয়ে বিশাল পাঁচতলা ভবনের যাত্রীনিবাস । পশ্চিমে আরও দুটি বিশালাকার যাত্রীনিবাস । ভক্ত ও দর্শণার্থীরা বিনা পয়সায় এখানে রাত্রিযাপন করেন। সাধক পুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবিত থাকা অবস্থায় আশ্রমের পাশে কামনা সাগর ও জিয়স নামে পুকুর খনন করা হয়। এই পুকুরটিতে আশ্রমে আগত ভক্তরা স্নান করেন ।বারদীর লোকনাথ আশ্রম এখন শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ স্থানই নয়, বরং ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল ধর্মের, সকল মানুষের কাছে এক মিলন মেলা হিসেবে পরিচিত।

সিনেমার খবর

cinema TV

ফিলিস্তিনে গণহত্যা : প্রতিবাদ জানালেন টালিউড ও বলিউড তারকারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গোটা গাজা উপত্যকায় হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর এবার এর দক্ষিণে অবস্থিত রাফাহ শহরে রবিবার রাত থেকে সেখানের ফিলিস্তিনিদের উপর বর্বর হামলা শুরু করেছে ইহুদিবাদী ইসরায়েলি সেনারা। এর প্রতিবাদে ফের একবার ফুঁসে উঠেছে পুরো বিশ্ব। বিশ্বনেতাদের পাশাপাশি, সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারাও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

মঙ্গলবার রাত থেকেই টালিউড-বলিউড তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটাই কথা, All Eyes on Rafah। গোটা বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা ভূখণ্ডের রাফায় আশ্রয় নেওয়া ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে যে পোস্ট করছে সেখানেই উল্লিখিত হচ্ছে 'অল আইজ অন রাফা'। আর সেই ট্রেন্ডেই একমত প্রকাশ করেছেন ভারতীয় তারকা পরমব্রত চট্টোপাধয়ায়, নুসরাত জাহান, মিমি চক্রবর্তী, কারিনা কাপুর, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও আলিয়া ভাটরা। এমনকী, সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে আলিয়া, প্রিয়াঙ্কারা স্পষ্ট লিখলেন, পৃথিবীর সব শিশুর ভালবাসা, নিরাপত্তা ও শান্তি পাওয়ার অধিকার আছে। যদিও 'ইউনিসেফ'-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েও ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি নিয়ে এর আগে কখনও কথা বলতে দেখা যায়নি অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। তবে এবার তিনিও প্রতিবাদ করলেন গাজার ঘটনার। মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী রিচা চাড্ডাও। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্পষ্ট লিখলেন, এই অবস্থা দেখে যারা এখনও ইসরায়েলকে সমর্থন করছেন, তারা এই গণহত্যার জন্য দায়ী।

জয়ার পর এবার 'ধন্যি মেয়ে' দেবলীনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বড় পর্দার 'ধন্যি মেয়ে' মানেই পুরনো দিনের দর্শকদের চোখে ভাসে জয়া ভাদুড়ি (জয়া বচ্চন) আর উত্তমকুমারে দারুণ রসায়ন। এবার নতুন করে সিনেমায় নয়, 'ধন্যি মেয়ে' আসছে মঞ্চ নাটক হিসেবে।

জয়া অভিনীত 'মনসা' চরিত্রে দেখা যাবে দেবলীনা দত্তকে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনি লিখেছে, 'ধন্যি মেয়ে' নিয়ে নাটক তৈরির খবরে সোশাল মিডিয়ায় অনেকে প্রশ্ন তুলছেন- তাহলে উত্তম কুমার কে হচ্ছেন?

উত্তম হচ্ছেন কলকাতার অভিনেতা সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সাবিত্রি চট্টোপাধয়ায়ের চরিত্রটি করছেন বিন্দিয়া ঘোষ। নাটকের নির্দেশনা দিচ্ছেন বাপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরইমধ্যে এ নাটকের মহড়া শুরু হয়েছে। বাপ্পা জানিয়েছেন, তিনি আশা করছেন জুলাই মাসের শেষ দিকেই মঞ্চস্থ হবে নাটকটি।

দেবলীনা দত্ত বলেন, "সত্যিই চরিত্রটা চ্যালেঞ্জিং। আর আমার চ্যালেঞ্জ নিতে ভালো লাগে। বাপ্পা বহুদিন ধরে নাটক পরিচালনা করছেন। বাপ্পা জানেন কাকে কোন চরিত্রে মানাবে, সেটা বুঝেই কাস্ট করেছেন। আমার আশা নাটকটা খুবই ভালো হবে। পুরো টিমটাই অসাধারণ।"

টেলিভিশন, সিনেমার পাশাপাশি মঞ্চেও কাজ করেন দেবলীনা। আগামীতে ধন্যি মেয়ের পাশাপাশি জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের নিজের লেখা গল্প 'মাকড়সা' মঞ্চস্থ করতে চলেছেন দেবলীনা।

শাহরুখের ভুলে সামনে এল 'কিং' ছবির চিত্রনাট্য!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্য আইপিএলের ট্রফি ঘরে তুলেছেন শাহরুখ খান। মান্নাত জুড়ে চলছে উৎসবের মেজাজ। আর তার মাঝখানেই ভুল করে বসলেন বলিউড বাদশাহ। শাহরুখের যে 'কিং' ছবি নিয়ে এতদিন জল্পনা চলছিল, সেই জল্পনাতে নিজেই সিলমোহর দিয়ে ফেললেন কিং খান।

শাহরুখ তার এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা গেছে, শাহরুখ সিনেমাটোগ্রাফার সন্তোষ শিবনের কান পুরস্কার নিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আর সেই ভিডিওতেই শাহরুখের পাশের টেবিলে দেখা গেছে 'কিং' খানের চিত্রনাট্য! আর তা থেকেই অনুরাগীদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। নেটপাড়া মনে করছে 'পাঠান', 'জওয়ান' ছবির পর ফের ব্লকবাস্টার দিতে তৈরি শাহরুখ।

গত বছর 'পাঠান', 'জওয়ান', 'ডাঙ্কি' ছবি ব্লকবাস্টার। আর 'জওয়ান' তো বলিউডের সবর্কালের রেকর্ড ভেঙেছে বক্স অফিসের ব্যবসায়। তারপর থেকেই কিং খান নিজেকে তৈরি করছেন, পরের চমকের জন্য। আর সেই চমকই এবার ফাঁস হয়ে গেল।

কয়েকদিন আগে পরিচালক সুজয় ঘোষের 'কিং' ছবির শুটিং ফ্লোর থেকে ফাঁস হয়েছিল শাহরুখের লুক।

দেবের সঙ্গে ছবি পোস্ট স্বস্তিকার, সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিং!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নো-মেকআপ হ্যান্ডসম অ্যান্ড কিউট। লুক, বব হেয়ারস্টাইল আর নীল সালোয়ার কামিজে টালিউড সুপারস্টার দেবের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে ট্রোলের শিকার হলেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। তবে তিনিও চুপ করে থাকার মানুষ নন, যোগ্য জবাব দিয়েছেন তিনি। ক্যাজুয়াল ডেনিম জিন্স আর টি-শার্টেই অভিনেত্রীর সঙ্গে হাসিমুখে পোজ দিয়েছেন দেব। সেই ছবি পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী ক্যাপশনে লেখেন, 'আমাদের ফেভারিট হিরো। প্রচন্ড জবাব দিয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, আর যা দারুন অভিনয় করেছে,পুরো ফাটাফাটি।' বস্তুত অভিনেতাকে এই প্রশংসার জেরেই ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছেন স্বস্তিকা। অনুরাগীরা নতুন এই জুটিকে যেমন শুভেচ্ছায় ভরিয়েছেন। সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছেন দেবের অভিনয়ের যোগ্যতা নিয়ে। শুধু তাই নয়, অভিনেত্রী নাকি সুযোগ পাওয়ার জন্যেই অভিনেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবি দিয়েছেন। এই কথা শুনেই রেগে আগুন এই অভিনেত্রী। সপাট জবাব দিয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "সরকারের থেকে লাভ চাওয়ার হলে সোজা দিদিকেই বলতে পারি। নম্বর আছে, পরিচিতি আছে। অন্য কাউকে লাগবে না। আর লাভের প্রয়োজন পরলে সেটা ঘটা করে ফেসবুকে ছবি দিয়ে আপনাদের জানাব কেন? আমি বলদ নই। যখন খারাপ অভিনয় করে যেমন বলি, ভাল করলেও বলব। ভোট আসবে যাবে, তার সঙ্গে কলাকুশলীর প্রতি সম্মানের যোগাযোগ নেই। আপনাদের কাউকেই সম্মান করার দায় নেই তাই এরকম আচরণ করেন।"

আসছে করণের নতুন সিনেমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডি নির্মাতা করণ জোহরের ক্যারিয়ারের বয়স ২৫ বছর, কিন্তু কাজের সংখ্যা হাতে গুণে বলে দেওয়া যায়। এবার আট নম্বর সিনেমার পরিচালনায় নামছেন মুম্বাইয়ের এই নির্মাতা।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে, নতুন সিনেমা নিয়ে তেমন কোনো তথ্য সামনে আনেননি পরিচালক। এমনকি সিনেমার নামও জানাননি। ইস্টাগ্রামে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে করণ লিখেছেন 'গেট, সেট অ্যান্ড গো...'।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি সাদা খাতা ধরে আছেন করণ। সেখানে লেখা আছে, "করণ জোহর পরিচালিত ২৫ মে ২০২৫।" অর্থাৎ গত শনিবার এই বছরের জন্মদিনে জানা গেছে আগামী বছর জন্মদিনে পরিচালক করণ ফিরছেন নতুন সিনেমা নিয়ে।

করণের নতুন কাজের খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন অনুরাগীরা। তবে বেশিরভাগের দাবি, তারা ফের শাহরুখ-কাজলকে এই নির্মাতার হাত ধরে পর্দায় দেখতে চান।

গেল বছর 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' সিনেমা দিয়ে সাত বছর পর নির্মাণে ফেরেন করণ। আলিয়া ভাট ও রাণবীর সিং অভিনীত সেই সিনেমা দর্শক প্রশংসা এবং বক্স অফিসে রোজগার- দুই ক্ষেত্রেই ছিল গড়পরতা। ওই সিনেমা মুক্তির পর করণ অবশ্য বলেছিলেন, এবার তিনি ছুটবেন।

১৯৯৮ সালে ২৬ বছর বয়সে 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' সিনেমা দিয়ে পরিচালক হিসেবে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন করণ। এর পর থেকে ধর্ম প্রোডাকশনসের ব্যানারে তিনি সিনেমা বানাচ্ছেন। বলা হয়, একার চেষ্টায় পারিবারিক ব্যবসাকে সফলভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তিনি।

ডি ইয়ংকে নিয়েই

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নেদারল্যান্ডস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অ্যাঙ্কেলের চোটে এক মাসের বেশি সময় ধরে মাঠের বাইরে ফ্রেংকি ডি ইয়ং। কবে নাগাদ তিনি ফিরবেন, তাও নিশ্চিত নয়। তারপরও বার্সেলোনার এই মিডফিল্ডারকে নিয়েই ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছেন নেদারল্যান্ডস কোচ রোনাল্ড কুমান।

জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় আসরের জন্য সপ্তাহ দুয়েক আগে ৩০ জনের প্রাথমিক দল দিয়েছিল ডাচরা। সেখান থেকে চার জন কমিয়ে বুধবার (২৯ মে) চূড়ান্ত দল ঘোষণা করা হয়।

গত ২১ এপ্রিল সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে লা লিগার ম্যাচে রেয়াল মাদ্রিদের ফেদে ভালভের্দের চ্যালেঞ্জে ডান অ্যাঙ্কেলে চোট পান ডি ইয়ং। এতে বাকি মৌসুম থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। গত মার্চেও ডান অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়ে এক মাস বাইরে থাকতে হয়েছিল তাকে। তার আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরেও একই জায়গায় চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেবার বাইরে থাকতে হয়েছিল দুই মাস।

বার্সেলোনার হয়ে ২০২৩-২৪ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি খেলতে পারেন কেবল ৩০ ম্যাচ। সবশেষ পাওয়া চোট থেকে এখনও সেরে উঠতে পারেননি তিনি। ক্লাব বার্সেলোনাতেই চলছে তার পুনর্বাসন। বলা যায়, তাকে দলে রেখে একরকম ঝুঁকি নিয়েছেন কুমান। যদিও চূড়ান্ত দল ঘোষণার পর ইউরোর প্রথম ম্যাচে ২৭ বছর বয়সী ফুটবলারকে পাওয়ার আশার কথাই শোনালেন ডাচ কোচ।

তিনি জানান, "ফ্রেংকি দ্রুতই দলে রিপোর্ট করবে, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। ১৬ জুন হামবুর্গে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে তার খেলার সম্ভবনা আছে।"

'ডি' গ্রুপে নেদারল্যান্ডসের অন্য দুই প্রতিপক্ষ ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া। জার্মানিতে যাওয়ার আগে ঘরের মাঠে ৬ ও ১০ জুন তারা দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে কানাডা ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে। এখন পর্যন্ত একবারই ইউরোর শিরোপা জিততে পেরেছে নেদারল্যান্ডস, সেটিও সেই ১৯৮৮ সালে।

সবশেষ কয়েকটি আসর তাদের কেটেছে চরম হতাশায়। ২০১২ আসরে তারা বিদায় নেয় গ্রুপ পর্ব থেকে। ২০১৬ সালের আসরে বাছাই পেরিয়ে মূল পর্বেই উঠতে পারেনি। আর ২০২১ সালে সবশেষ আসরে ডাচদের পথচলা থামে শেষ ষোলোয়।

পন্তের খেলোয়াড়ি জীবন শেষ, ভেবেছিলেন পন্টিং

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার কয়েক মাস পর রিশাভ পন্তের সঙ্গে দেখা হয় রিকি পন্টিংয়ের। এই কিপার-ব্যাটারের অবস্থা দেখে তখন প্রবল ভয় চেপে বসেছিল পন্টিংয়ের মনে। দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ ভেবেছিলেন, পন্তের খেলোয়াড়ি জীবন শেষ!

কিন্তু সব শঙ্কাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন পান্ত। দুর্ঘটনার পর সুস্থ হয়ে ম্যাচ খেলার মতো ফিট হয়ে উঠেছেন এবং এবারের আইপিএলের শুরু থেকেই খেলেছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, পারফর্ম করেছেন উইকেটের সামনে-পেছনে। কোচ হিসেবে কাছ থেকেই পন্তকে দেখেছেন পন্টিং এবং ডুবে গেছেন বিস্ময় ও ভালো লাগায়। আইসিসি রিভিউ-এ দিল্লি কোচ ফিরে গেলেন গত বছরের আইপিএলের সময়টায়, যখন তার মনে ছিল শঙ্কার ঝড়।

পন্টিং বলেছিলেন, "সত্যি বলতে, অসাধারণ কিছুর চেয়ে কম নয় এটা (পন্তের ফেরা)। গত বছর আইপিএলের সময় তার সঙ্গে সময় কাটিয়েছি কিছুদিন। তার দুর্ঘটনার তিন-চার মাস পরের ঘটনা সেটি। আমার তখন ভয়ঙ্কর ভয় ছিল, সে হয়তো আর কখনও খেলতে পারবে না। যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে।"

তবে পন্ত তখনও দারুণ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই জানালেন পন্টিং। তিনি জানান, "তখনও পর্যন্ত সে হাঁটতে পারত না। ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে হতো। মনে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'পরের মৌসুম নিয়ে কি ভাবছো?' সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিন্তা করবেন না, ঠিক হয়ে যাব।' অবিশ্বাস্যভাবে নিজের দেখভাল করেছে সে। দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজিও দারুণভাবে তার খেয়াল রেখেছে। ফিজিও প্যাট্রিক ফারহার্ট তাকে নিয়ে চমৎকার কাজ করেছে।"

২০২২ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিকে উত্তরাখন্ডের রুর্কিতে ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েন পন্ত। তার গাড়ী উল্ট গিয়ে আগুন ধরে গেলেও কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। তবে গুরুতর আহত হন তিনি। তার ডান হাঁটুর মূল তিনটি লিগামেন্টই ছিড়ে যায়। এছাড়াও কবজি, অ্যাঙ্কেল, পায়ের অগ্রভাগসহ চোট পান নানা জায়গায়। আঘাত পান পিঠে ও মাথায়। কয়েক দফায় অস্ত্রোপচার হয়।

এই সময়টায় আইপিএলের গোটা একটি মৌসুম, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও ওয়ানডে বিশ্বকাপসহ অনেক ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। দীর্ঘ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পেরিয়ে ১৫ মাস পর এবারের আইপিএল দিয়ে তিনি মাঠে ফেরেন। ব্যাট হাতে দেখা যায় তার সেই পুরোনো রূপ। ১৩ ইনিংসে ৪৪৬ রান করেন তিনি ৪০.৫৪ গড় ও ১৫৫.৪০ স্ট্রাইক রেটে।

পন্তের ব্যাটিংয়ে ভালো করা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না বলেই জানালেন পন্টিং। তারা ভাবনায় ছিলেন কিপার পন্তকে নিয়ে। তিনি জানান, "তার ব্যাটিং নিয়ে কারও সেভাবে দুর্ভাবনা ছিল না। কারণ সে ব্যাট হাতে বরাবরই দুর্দান্ত। কিন্তু তার উইকেট কিপিং, টানা ১৪ ম্যাচ ধরে প্রতিটি বলে উঠবস করা, ছুটে বেড়ানো, এসব নিয়ে অবশ্যই কিছু দুশ্চিন্তা ছিল।" সেই শঙ্কাও উড়িয়ে দেন পন্ত। প্রথম ম্যাচ থেকেই কিপিং করেন এবং টুর্নামেন্টের যৌথভাবে সর্বোচ্চ ১৬টি ডিসমিসাল করেন তিনি। আইপিএলে ফর্ম ও ফিটনেসের প্রমাণ দিয়ে জাতীয় তলেও ফিরেছেন পান্ত। ভারতের বিশ্বকাপ তলে তাকে রাখা হয়েছে। পন্টিংয়ের আশা, বিশ্বকাপেও জ্বলে উঠবেন ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার।

ফ্লিককে কোচ

ঘোষণা বার্সার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জাভিকে বরখাস্ত করেছে বার্সেলোনা। তার জায়গায় বায়ার্ন মিউনিখ ও জার্মানির সাবেক কোচ হানসি ফ্লিক বার্সার কোচ হয়েছেন; তার কোচ হওয়ার খবর আগেই দিয়েছে সংবাদ মাধ্যম। এবার বার্সার পক্ষ থেকে এলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। দুই বছরের জন্য হানসি ফ্লিককে দায়িত্ব দিয়েছে বার্সেলোনা। ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত কাতালান ক্লাবটির কোচ থাকতে সম্মত হয়েছেন। ফ্লিক এর আগে জার্মানির বিশ্বকাপ জয়ী কোচ জোয়াকিম লোর সহকারী হিসেবে জাতীয় দলে লম্বা সময় কাজ করেছেন। এরপর বায়ার্ন মিউনিখের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম মৌসুমেই ট্রেবল জেতেনে তিনি। যদিও সাফল্য পাননি জাতীয় দলে। ফ্লিক এর আগে নিজ দেশে কোচিং করিয়েছেন। বার্সার ফেসবুক পেজে তাকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে লেখা হয়েছে, 'বিদেশে তোমাকে স্বাগত।' এছাড়া তাকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টিও ফেসবুকে জানানো হয়েছে। ফ্লিক হাই প্রেসিং ফুটবলের জন্য বিখ্যাত। ক্রমাগত আক্রমণ তার অন্যতম কৌশল। বায়ার্নে তার অধীনে খেলেছেন রবার্ট লেভানডভস্কি। ফ্লিকের বার্সার ডাগ আউটে আসার ক্ষেত্রে লেভারও নাকি অবদান আছে।

ছাদনা তলায় বসে

শৈশবের প্রেমে মত্ত এমবাপ্পে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রথম প্রেম কে ভুলতে পারে। কিলিয়ান এমবাপ্পের প্রথম প্রেমের নাম এসি মিলান। ইউরোপের ফুটবলে এক সময় ইতালির ক্লাবটি ছিল যৌবনা। দুর্দান্ত ফুটবল ইউরোপ মাতানো তারা। ইতালির ক্লাবটির ওই প্রেম উপেক্ষা করতে পারেননি বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপ্পেও। রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তির ঘোষণা দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন ফ্রান্সম্যান। এমন সময় এসি মিলানকে স্মরণ যেন বিয়ের পিড়িতে বসে শৈশবের প্রেমকে স্মরণ।

স্কাই ইতালিকে এমবাপ্পে বলেন, 'শৈশব থেকেই আমি এসি মিলানের ভক্ত ছিলাম। আমি সব সময় বলতাম, আমি যদি ইতালি যাই অবশ্যই এসি মিলানের হয়ে খেলব। আমি এখনও নিয়মিত ইতালির লিগ এবং এসি মিলানের প্রতিটি ম্যাচ দেখি।'

নতুন ক্লাবে যেতে পেরে খুশি বলেও উল্লেখ করেছেন এমবাপ্পে, 'আমি প্যারিসে ছিলাম। এখন নতুন ক্লাবে যাচ্ছি। আমি সত্যিই খুব খুশি। ফুটবল নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন, আমি সম্ভাব্য সবকিছু জিততে চাই। আমার খেলা অনেকে পছন্দ করেন। আমি তাদের আনন্দ দিতে চাই।'

ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ী এমবাপ্পে এবার জার্মানিতে ইউরো চ্যাম্পিয়ন হতে চান বলেও উল্লেখ করেছেন, 'লক্ষ্য সবসময় একই। আমি জিততে চাই। তবে এটা সহজ হবে না। অনেক দলই আছে শিরোপা জয়ের মতো, তবে আমরা ক্ষুধার্ত। আমরা দেশের ইতিহাসের অংশ হতে চাই।'

হঠাৎ কেন মেজাজ হারালেন বাবর?

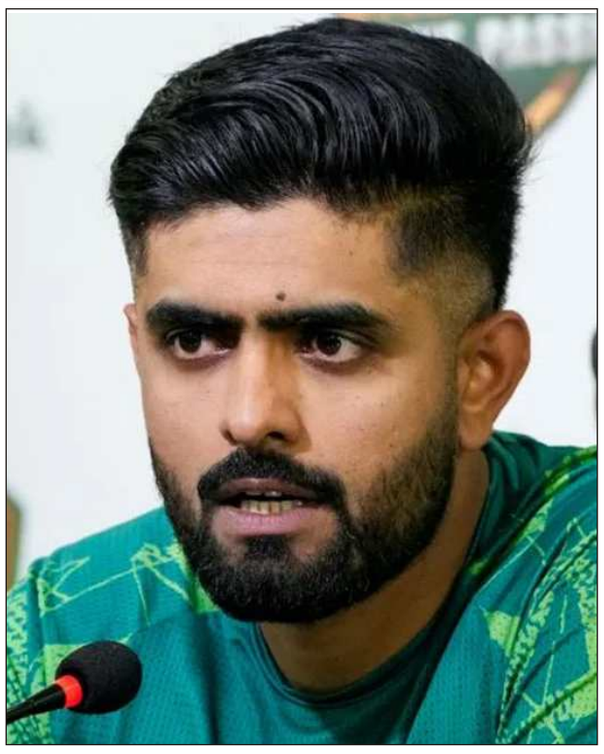

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে পাকিস্তান। তবে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নামার আগে মেজাজ হারিয়েছেন পাকিস্তান দলের অধিনায়ক বাবর আজম।

মঙ্গলবার কার্ডিফে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আগে সেখানকার রাস্তায় দেখা যায় বাবরকে। তার সঙ্গে ছিলেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের কিছু কর্তা। বাবরকে রাস্তায় দেখে এগিয়ে যান পাকিস্তানের বেশ কিছু সমর্থক। প্রায় ঘিরে ধরেন তারা। পাকিস্তানের অধিনায়কের ছবি তুলতে থাকেন। সেটা দেখেই রেগে যান বাবর।

বাবর আজম প্রথমে বলেন, '২ মিনিট সময় দেবে আমাকে? ২ মিনিট সময় দেবে।' তার পরে কিছুক্ষণ নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। যারা জড়ো হয়েছিলেন তাদের সরিয়ে দেওয়ার ইশারা করেন হাত দিয়ে। নিরাপত্তারক্ষীরা সবাইকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন।

ঘটনার এখানেই শেষ হয়নি। বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সেখান থেকে ফেরার সময় আবার কিছু সমর্থক বাবরের দিকে এগিয়ে আসেন। এবার আরও রেগে যান পাক অধিনায়ক।

তিনি বলেন, এটা কী হচ্ছে, আমি কথা বলছি। তোমরা আমার ওপর চেপে পড়ছ। ভিডিও করছ। এসব কী? এ কথা বলে সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান বাবর।

টি-২০ বিশ্বকাপ: স্পটলাইটে যেসব তরুণরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হাতেগোনা আর মাত্র ৩ দিন। এরপরই মাঠে গড়াতে যাচ্ছে বিশ্ব ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের লড়াই। যেখানে চার-ছক্কার জোর যার বেশি, মাঠের লড়াইয়ে দাপটটাও তাদেরই বেশি। আর এজন্যই অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি দলই নিজেদের সেরা সৈন্যদের নিয়েই সাজিয়েছে দল।

আগামী ২ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের নবম আসরে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে আয়োজক দেশ দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজও। আর এই দুই দেশের ৯ ভেন্যুতে চলবে বৈশ্বিক ক্রিকেটের এই মেগা ইভেন্ট। অন্যান্যবার কুড়ি ওভারের এই বিশ্বযজ্ঞে ১০টি দল অংশগ্রহণ করলেও এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে ২০ দল।

জীবনের পথচলা বা জীবনধারা, যাই হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক না এক যুগের অবসান ঘটে আর ভিন্ন এক যুগের ঘটে আগমন। ঠিক একইভাবে ক্রিকেট বিশ্বেও ইতোমধ্যেই অবসান ঘটেছে মহেন্দ্র সিং ধোনি, কুমার সাঙ্গাকারা, রিকি পন্টিংদের মত ক্রিকেট বোদ্ধাদের। তবে জয়সোয়াল, রাচীন রবিন্দ্রর মত উঠতি তারকাদের। তাদের জায়গায় এক এক করে আগমন ঘটছে যশস্বী

এবারের টি-২০ বিশ্বকাপে বড় চমক হিসেবে থাকছেন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন তরুণ। প্রতি আসরেই ফোকাসে থাকেন কিছু তরুণ খেলোয়াড়। তাদের অনেকেই আবার আসর শুরুর আগেই থাকেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

আগামী ২ জুন বেজে উঠবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দামামা। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের নবম আসরের। প্রতিবারের মতো এবারের আসরেও স্পটলাইটে দেখা যাবে বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারকে।

তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচ জন হলেন:

১. যশস্বী জসওয়াল (ভারত)

আসন্ন বিশ্বকাপের মধ্য দিয়ে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মত ভারতের হয়ে আইসিসির কোনো ইভেন্টে খেলবেন ২২ বছর বয়সী জয়সওয়াল।

এমনকি বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেনিংয়ে জুটি গড়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে তার। ২০২৩ সালে উইন্ডিজদের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকে ১৭১ রান করে শুরুতেই হইচই ফেলে দিয়েছিলেন এই তরুণ ক্রিকেটার।

এরপর ভারতের হয়ে ৯ টেস্ট এবং ১৭ টি-২০ খেলেছেন এই বাঁ-হাতি ব্যাটার।

আর ২০২৪ আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ১৫ ইনিংসে ১টি করে সেঞ্চুরি ও হাফ-সেঞ্চুরিতে ১৫৫ স্ট্রাইক রেটে ৪৩৫ রান করেছেন তিনি। তাই বিশ্বকাপে এই তরুণের উপর আলাদা করে নজর থাকবে সবার।

২. রাচিন রবীন্দ্র (নিউজিল্যান্ড)

গেল বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে কিউইদের হয়ে ভারতে এসে চমক দেখিয়েছেন রাচিন রবীন্দ্র।

৩টি সেঞ্চুরি ও ২টি হাফ-সেঞ্চুরিতে টুর্নামেন্টে চতুর্থ সর্বোচ্চ ৫৭৮ রান করেন তিনি। এতে গেল বছর আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটারে ভূষিত হন রবীন্দ্র। যদিও আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি তিনি। ১০ ম্যাচে ২২ গড় ও ১৬০ স্ট্রাইক রেটে করেন ২২২ রান।

তবে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপেও পুরনো রবীন্দ্রকে দেখার প্রত্যাশা নিউজিল্যান্ডের।

৩. উইল জ্যাকস (ইংল্যান্ড)

আইপিএলে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলছেন উইল জ্যাকস। সদ্য শেষ আসরটিতে খুব ভালো ছন্দেও ছিলেন এই ইংলিশ অলরাউন্ডার।

১টি করে সেঞ্চুরি ও হাফ-সেঞ্চুরিতে ৩২.৮৬ গড় এবং ১৭৫.৫৭ স্ট্রাইক রেটে ৮ ম্যাচে ২৩০ রান করেছেন তিনি।

আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে মাত্র ৪১ বলে অপরাজিত ১০০ রানের নান্দনিক ইনিংস খেলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর জ্যাকস।

এই খেলোয়াড়ের জাতীয় দলে অভিষেক হয় ২০২২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে। ইংলিশদের হয়ে এখন পর্যন্ত ২০ ওভারের খেলায় ১২ ম্যাচে ২১৮ রান করেছেন ২৫ বছর বয়সী জ্যাকস।

৪. ট্রিস্টান স্টাবস (দক্ষিণ আফ্রিকা)

দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে চলতি আসরে ভালোই আলো ছড়িয়েছেন প্রোটিয়া ক্রিকেটার ট্রিস্টান স্টাবস। ১৩ ইনিংসে ৫৪ গড়ে মোট ৩৭৮ রান করেন এই ক্রিকেটার। সঙ্গে ৩ টি অর্ধ শতক হাঁকানো এই ব্যাটারের স্ট্রাইক রেট ছিল ১৯০।

দেশের হয়ে ১৭টি টি-২০তে ১৫৫ স্ট্রাইক রেটে ২৩৯ রান করেছেন স্টাবস। আইপিএলর ফর্ম আসন্ন বিশ্বকাপেও নিজের পারফরম্যান্স অব্যাহত রাখবেন স্টাবস, এমনটাই প্রত্যাশা থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকার।

৫. রহমানুল্লাহ গুরবাজ (আফগানিস্তান)

কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলা ২২ বছর বয়সী গুরবাজ নিজেকে মেলে ধরার খুব একটা সুযোগ পাননি।কেননা গ্রুপ পর্বের পুরো সময়টায় ইংলিশ উইকেটরক্ষক ফিল সল্ট দুর্দান্ত খেলে যাওয়ায় আর সুযোগ হয়নি গুরবাজের।

তবে লিগের শেষ দিকে সল্ট দেশে ফিরে যাওয়ায় আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে তিন ম্যাচ খেলার সুযোগ পান গুরবাজ। ৩ ম্যাচে ৬২ রান করেন তিনি। এর মধ্যে ফাইনালে উইকেটের পেছনে ৩টি ক্যাচ ও ৩৯ রানের ইনিংস খেলেন। তাই টি-২০ বিশ্বকাপেও আফগান দলের গুরুত্বপূর্ণ এই সদস্যের প্রতি অনেক প্রত্যাশা থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

মেসি গোল পেলেন,

তবুও হেরেছে মায়ামি

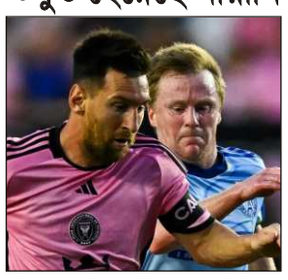

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : তিন তারকা লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও সের্হিও বুসকেতসকে নিয়েই চেজ স্টেডিয়ামে আতালান্তা ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩-১ গোলে হেরেছে ইন্টার মায়ামি। লিগে মায়ামি টানা ১০ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর এই প্রথম হারল।

৬০ মিনিটের মধ্যেই দুটি গোল করে আতালান্তাকে ম্যাচে তীব্রভাবে ধরে রাখে জর্জিয়ার মিডফিল্ডার সাবা লবজিনিচ। ৬২ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে দুর্দান্ত গোলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেন মেসি।

তবে কাজ হয়নি। ৭৩ মিনিটে জামাল তিয়ারে গোল ফের এগিয়ে যায় আতালান্তা। আর সেই গোলেই দলটির জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

এই ম্যাচ হারলেও ইস্টার্ন কনফারেন্স পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে মায়ামি। ১৭ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৩৪। এক ম্যাচ কম খেলা সিনসিনাটির পয়েন্ট ১৬ ম্যাচে ৩৩।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR